

## বিআরটিএতে বিশাল অনিয়ম উদঘাটন : দুদকের সঁড়াশি অভিযান

(অভিযানের তারিখ : ১১ জুলাই, ২০১৮ খ্রি:)



দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রে (১০৬) যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদানে ঘুষ-লেনদেনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপপরিচালক খায়রুল হদার নেতৃত্বে পুলিশসহ ০৯ সদস্যের একটি টিম আজ (১১/০৭/২০১৮ ইং) বিআরটিএ'র ইকুরিয়া কার্যালয়ে আকস্মিক অভিযান চালায়। অভিযানে উপস্থিত হওয়া মাত্র বিআরটিএ অফিসে অবস্থানরত দালালরা পালিয়ে যায়। সরেজমিনে অভিযানকারী টিম দেখতে পায়, ২০০২ সালের পূর্বের পুরাতন ও অচল হওয়া অসংখ্য মিশুক নামক যানবাহনকে বেআইনীভাবে সিএনজিকরণ প্রক্রিয়া চলছে। ঐ স্থানে আনা বেশকিছু মিশুকে ফেব্রিকেটেড চেসিস নাম্বার লাগানো হয়েছে, যা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আনা হয়েছিল। এ অনিয়ম দেখে দুদক টিম তাৎক্ষণিক এ বেআইনি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও দুদক টিমের উপস্থিতিতে এ সময় রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকা ৮টি যানবাহনকে পরীক্ষা করে তাৎক্ষণিক ফিটনেস প্রদান করা হয়। উপস্থিত সেবা প্রার্থীরা দুদকের এ হস্তক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করে। দুদকের পক্ষ হতে জনসচেতনতার জন্য উক্ত কার্যালয়ে দুর্নীতিবিরোধী স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং মাইকিং করে যে কোন দুর্নীতি-হয়রানী তাৎক্ষণিকভাবে দুদক হটলাইন (১০৬) -এ কল করে জানানোর অনুরোধ করা হয়। প্রায় ০৫ ঘণ্টার এ অভিযান শেষে এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সমন্বয়কারী দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী জানান, “বিআরটিএ’কে অবশ্যই দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করে নির্বিলম্ব সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ নিজেদের অফিস দালালমুক্ত না করলে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুদক কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।”